Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/27/2026 2:13 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/27/2026 2:13 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ফের ভূমিকম্প কলকাতায়, আতঙ্কে পথে শয়ে শয়ে লোক

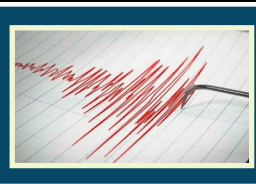

ম্যাচিং করা কালো কোর্ট, দলীয় সভায় কিমের পাশেই কন্যা কিম জু! তুঙ্গে উত্তরসূরি হওয়ার জল্পনা

ভারতের পর পাক এফ ১৬ গুলি করে নামাল আফগানিস্তানও ?

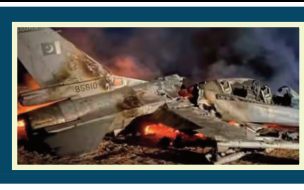

‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা’য় জোড়াফুলে স্বপ্না

বাবলু রহমান,নয়া জামানা,কলকাতা ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতির ট্র্যাকে নতুন ইনিংস শুরু করলেন এশীয় গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণ। শুক্রবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন জলপাইগুড়ির এই ঘরের মেয়ে। বিধানসভা ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের এই ভূমিপুত্রী তথা অর্জুন পুরস্কারজয়ী ক্রীড়াবিদের শাসক শিবিরে যোগদান রাজ্য রাজনীতিতে এক বড় চমক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।তৃণমূলে যোগ দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন স্বপ্না। তিনি বলেন, ‘মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আমি অনুপ্রাণিত সবসময়। উনি যেভাবে গ্রাসরুট লেভেল থেকে উঠে এসে বাংলাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, যা অন্য রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। মমতা ব্যানার্জি বাংলার জন্য যতগুলো উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছে তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়। আমি ভেবে দেখেছি মানুষের জন্য কাজ করার জন্য তৃণমূলে যোগদান করাটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। তাই আজকে আমি তৃণমূলের যোগদান করলাম।’প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের এশীয় গেমসে হেপ্টাথলনে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন স্বপ্না। দুই পায়ে ছয়টি আঙুল নিয়ে শারীরিক প্রতিকূলতা আর চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বিশ্বজয় করেছিলেন তিনি। তবে সাফল্যের সেই শিখরে পৌঁছনোর পরেই পিঠের চোট তাঁর কেরিয়ারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিন যন্ত্রণায় ভোগার পর ট্র্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই সোনার মেয়ে। বর্তমানে তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্মী।বেশ কিছুদিন ধরেই স্বপ্নার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। উত্তরবঙ্গে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হওয়ায় শোনা যাচ্ছিল তিনি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে পারেন। এমনকি বিধানসভা ভোটে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও চর্চা ছিল তুঙ্গে। তবে জানুয়ারি মাসে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা নেওয়ার পর থেকেই হিসাব বদলাতে শুরু করে। শুক্রবার সেই সব জল্পনায় জল ঢেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে শামিল হলেন তিনি।রাজনৈতিক মহলের মতে, স্বপ্নার মতো এক লড়াকু মুখকে সামনে এনে উত্তরবঙ্গে নিজেদের মাটি শক্ত করতে চাইছে তৃণমূল। যোগদানের পর স্বপ্না জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে দলের অন্দরে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে, তা এখনই খোলসা করতে চাননি তিনি। আপাতত খেলাধুলার মাঠের জেদ আর শৃঙ্খলাকে সম্বল করে রাজনীতির ময়দানে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান স্বপ্না বর্মণ।

পদ্ম বিয়োগে জোর বাড়ল ‘ইন্ডিয়া’র ডিএমকে-তে যোগ তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পদ্ম-শিবিরকে জোর ধাক্কা দিয়ে ‘ইন্ডিয়া’র হাত ধরলেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পনিরসেলভম। ভোটের বাদ্যি বাজার মুখে এনডিএ জোট ছেড়ে স্ট্যালিনের হাত ধরলেন জয়ললিতার একসময়ের ছায়াসঙ্গী। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের পাল্লা যে আরও ভারী হলো, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মূলত পালানিস্বামীর জেদের কাছে হার মেনেই বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনবারের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে আম্মার উত্তরসূরিদের লড়াই নতুন কিছু নয়। জয়ললিতার প্রয়াণের পর এআইএডিএমকে কার্যত চার টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ই পালানিস্বামী, ও পনিরসেলভম, শশীকলা এবং টিটিভি দিনাকরণ, প্রত্যেকেই নিজেদের আলাদা শিবিরে ভাগ করে নেন। এই বিভাজনের ফায়দা তুলেই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে ডিএমকে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এই বিবাদ মেটাতে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর লক্ষ্য ছিল সব গোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় এনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে শক্তিশালী করা।কিন্তু সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিল পালানিস্বামী ও পনিরসেলভমের পুরনো আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। সম্প্রতি টিটিভি দিনাকরণ এনডিএ জোটে যোগ দিলেও পালানিস্বামী সাফ জানিয়ে দেন, ‘পনিরসেলভমকে তিনি দলে ফেরাবেন না।’ জয়ললিতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত পনিরসেলভম আম্মার জীবদ্দশায় তিনবার অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তবে সংগঠনের রাশ শেষ পর্যন্ত পালানিস্বামীর হাতেই চলে যায়। দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর পনিরসেলভম আদালতের দ্বারস্থ হয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেও জয়ের মুখ দেখেননি পনিরসেলভম। তারপর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এমতাবস্থায় গেরুয়া শিবিরের ঐক্যের ডাককে তুচ্ছ করে স্ট্যালিনের শিবিরে যোগ দিলেন তিনি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য পালানিস্বামীকে পর্যুদস্ত করা।

সরাসরি যুদ্ধে পাকিস্তান-আফগানিস্তান

হামলা, পাল্টা হামলায় রক্তারক্তি সীমান্তে

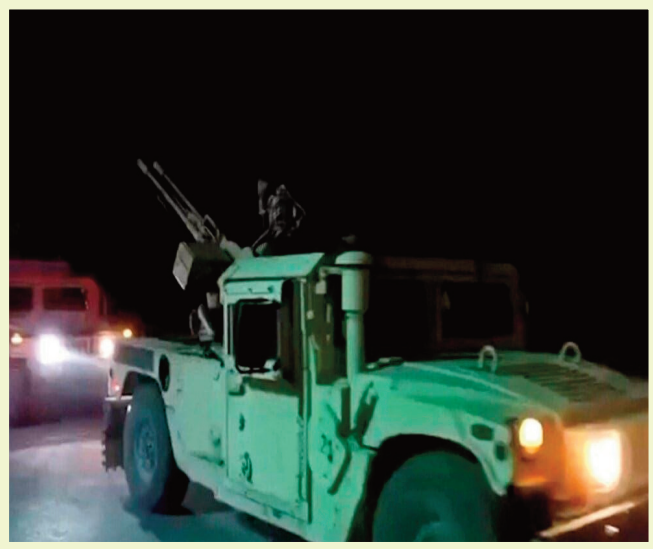

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষমেশ ‘খোলাখুলি যুদ্ধ’ ঘোষণা করল পাকিস্তান। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া ‘অপারেশন গজব লিল হক’-এ অন্তত ১৩০ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়েছেন বলে দাবি পাক ফৌজের। এর মধ্যেই নেটদুনিয়ায় একটি ভিডিও ঘিরে শোরগোল পড়েছে। দাবি করা হচ্ছে, ভারতের পর এবার আফগানিস্তানও পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। তবে ভিডিও র সত্যতা যাচাই করা হয়নি ।পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আসিফ শুক্রবার সরাসরি ঘোষনা করেছেন। তিনি জানান, ‘আমাদের ধৈর্যের সীমা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন এটি একটি খোলাখুলি যুদ্ধ।’ ইসলামাবাদের দাবি, আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে টিটিপি জঙ্গিরা বারবার পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তারই পাল্টা হিসেবে কাবুল, কান্দাহার এবং পাক্তিয়ায় বিমান হানা চালিয়েছে পাকিস্তান। কান্দাহারে সুপ্রিম লিডার হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার ডেরার ওপর দিয়েও পাক জেটের গর্জন শোনা গিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে, দুই দেশের সীমান্ত এখন রণক্ষেত্র।এদিকে একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাক পতাকাবাহী একটি যুদ্ধবিমান দাউদাউ করে জ্বলছে। ‘আফগানিস্তান ডিফেন্স’ নামক একটি এক্স হ্যান্ডেল থেকে দাবি করা হয়েছে, ‘আমেরিকার তৈরি এফ ১৬ যুদ্ধবিমান যা পাক ফৌজ ব্যবহার করে, সেটা গুলি করে নামিয়েছে আফগান ফৌজ।’ যদিও বিভিন্ন ফ্যাক্ট-চেক সংস্থার মতে, এই ভিডিওটি পুরনো এবং বিভ্রান্তিকর। তবে গত বছর ভারতের বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিংহ জানিয়েছিলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময়ে ভারতের আক্রমণে পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল। তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ পাকিস্তানের এই আক্রমণকে ‘কাপুরুষোচিত’ বলে দেগে দিয়েছেন।

তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘কাপুরুষ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কাবুল, কান্দাহার এবং পাক্তিয়ার কিছু এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে।’ মুজাহিদের দাবি, এই হামলায় তাঁদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। উল্টে সীমান্ত সংঘর্ষে আটজন পাক সেনার মৃত্যুর খবর মিলেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হল। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/27/2026 2:13 PM Page 3

শুধুমাত্র মানুষই নয়, বাঘেরাও করে উপবাস !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাঘেদের উপোষ! প্রায় ২০০ বাঘের জন্য দীর্ঘসময়ের বিরতিহীন উপোষ কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীনের হেইলংজিয়াং প্রদেশের সাইবেরিয়ান টাইগার পার্ক কর্তৃপক্ষ। কেন এমন 'শাস্তি'? টাইগার পার্ক কর্তৃক্ষের দাবি, বিগত কয়েক দিনে পার্কে দর্শনার্থীরদের ভিড় হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। তারা বাঘগুলোকে খেতে দিতেন। এতেই বাঘদের অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ হয়েছে। তার জেরেই এবার বাঘেদের উপোষের সিদ্ধান্ত।চীনের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে পার্কে দর্শনার্থীর সংখ্যা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি আসেন ৭,৭০৮ জন দর্শনার্থী। তবে রেকর্ড গড়ে তোলে ১৮ ফেব্রুয়ারির ভিড়। যেন জনসমুদ্র। দর্শনার্থীর সংখ্যা ছাড়ায় ১০,০০০। একানে দর্শকরা বাঘেদের মাংস খাওয়াতে পারেন। বিপুল দর্শক সংখ্যার কারণে বাঘেরাও বেশি মাংস খেতে পায়। পার্ক কর্তৃপক্ষের মতে, এই অতিরিক্ত খাবারই বাঘদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ- এই দু'মাসের জন্য বাঘেদের রোটেশনাল উপবাস পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। প্রায় ৮,০০,০০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে অবস্থিত এই পার্কটি চীনের জাতীয় পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটনের পাশাপাশি এখানে ব্যাঘ্র-প্রজনন, বাঘ বিষয়ে গবেষণা, বাঘের সংরক্ষণ ইত্যাদ বিষয়েও হয়ে থাকে। ফলত হেইলংজিয়াং প্রদেশের সাইবেরিয়ান টাইগার পার্ক শুধুমাত্র চিড়িয়াখানা নয়- সংরক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। কীভাবে বাঘেদের উপোষ? পার্কে মোট ১১টি ফ্রি-রেঞ্জ এনক্লোজার বা ভাগ রয়েছে। প্রতিদিন এনক্লোজারের মধ্যে থাকা বাঘেদের মধ্যে কয়েকটিকে বেছে তৈরি হয় উপোষের তালিকা। সেই বাঘগুলোকে নির্দিষ্ট দিনে, দর্শনার্থীদের দেওয়া মাংস খাওয়ানোর বিষয়টি বন্ধ রাখা হয়। পরদিন অন্য এনক্লোজারে একই নিয়ম কার্যকর হয়। এভাবে উপোষের সময়সীমা সব বাঘের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়। ফলে বাঘের শরীর ঠিক থাকে। কর্তৃপক্ষ-এর দাবি, এভাবে তাঁড়া নিয়ন্ত্রিত খ াদ্যব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। এবার আসি বাঘের কথায়। সাইবেরিয়ান টাইগারকে আমুর টাইগারও বলা হয়, তারা একা একা শিকার করে বাঁচে, এবং শিকারী প্রাণীদের মধ্যে এরা শীর্ষস্থানীয়। এদের খাদ্য তালিকার প্রথম দিকে থাকে বুনো শুয়োর, আর হরিণের বিভিন্ন প্রজাতি, যেমন-মাঞ্চুরিয়ান ওয়াপিটি (লাল হরিণ, সিকা হরিণ, রো ডিয়ার, মাস্ক ডিয়ার ইত্যাদি। এছাড়াও তালিকায় আছে খরগোশ, পিকা, র্যা কুন ডগ ইত্যাদি। খ াদ্যাভ্যাসে অন্য বাঘেদের থেকে একটা জায়গায় এই প্রজাতি আলাদা। এরা ভাল্লুকও শিকার করে। এশীয় ব্ল্যাক বিয়ার, উসুরি ব্রাউন বিয়ার ইত্যাদি ভাল্লুকেরা, এই বাঘেদের খাদ্য তালিকায় দুই থেকে তিন শতাংশ জায়গা নিয়ে রয়েছে। কখনও কখনও স্বাদ বদলের জন্য খায় স্যামন মাছ, কচ্ছপ, পাখি, ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি। এদের প্রতিদিন গড়ে ন'কেজি মাংস প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু প্রতিদিন তারা শিকার করে না। একবার একটা সফল শিকারের পর তারা ২৭, ৫০ কেজি পর্যন্ত একসঙ্গে খায়। ফলে, সাধারনত বছরে ৫০-৬০টি শিকার করলেই তাদের বছর গড়িয়ে যায় অনায়াসে। এক একটা শিকার তারা তিন থেকে চার দিন ধরে খায়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে বাস করার সময়ে তারা নিয়মিত উপোষে অভ্যস্ত থাকে। এক দিন খ াওয়া দাওয়া করে তারা টানা তিন চার দিইন না খেয়েও কাটায় অনেক সময়ে। প্রকৃতিতে সাইবেরিয়ান টাইগাররা অনিয়মিত খাদ্যচক্রে অভ্যস্ত। শিকার নির্ভর জীবনে মাঝে মাঝে উপোষ স্বাভাবিক। তাই নিয়ন্ত্রিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে তা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার কথা নয়। বরং অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ রোধ করাই মূল লক্ষ্য।

তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এটা কি পুরোপুরি প্রাণীকল্যাণের জন্য, নাকি পর্যটন ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য রক্ষার অংশ? বাস্তবে দু'টোই এখানে জড়িয়ে আছে। চীনের এই সাইবেরিয়ান টাইগারদের জন্য চালু হওয়া এই রোটেশনাল উপবাস কর্মসূচি একদিকে পর্যটন-চাপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস, অন্যদিকে প্রাণীস্বাস্থ্যের সুরক্ষার বিষয়টিকে সামনে এনেছে। প্রকৃতিতে বাঘদের খাদ্যচক্র অনিয়মিত ও শিকারনির্ভর হওয়ায়, সঠিকভাবে পরিচালিত উপোষ তাদের জন্য অস্বাভাবিক নয়। তবে মনে রাখা জরুরি, বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক আচরণ আর পর্যটনকেন্দ্রিক বন্দি পরিবেশের বাস্তবতা এক নয়। তাই এমন সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।কিন্তু শেষে প্রশ্নটা হল যে, আমরা কী বাঘদের প্রকৃতির মাঝে রাখতে চাই, নাকি দর্শনার্থীদের মনোরম অভিজ্ঞতাকে আগ্রাধিকার দেব?

বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ

বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ নির্ধারণ করতে গেলে কেবল সাক্ষরতার হার দেখলেই হয় না; কত শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এই তুলনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় (আইএসসিইডি), যা শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে আন্তর্জাতিক তুলনা করার সুযোগ দেয়।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ নির্ধারণ করতে গেলে কেবল সাক্ষরতার হার দেখলেই হয় না; দেখতে হয় কত শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এই তুলনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় (আইএসসিইডি), যা শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে আন্তর্জাতিক তুলনা করার সুযোগ দেয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যেখানে মৌলিক সাক্ষরতা ও ভিত্তি গড়ে তোলে, সেখানে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা; অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ;উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে উচ্চশিক্ষায় অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে। ইউনেস্কো-র তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি, যা ২০১৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি ৭০ লক্ষে। দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র বাড়িয়েছে। উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতির ভিত্তিতে দেশগুলিকে মূল্যায়ন করে (ওইসিডি)। ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্নের হার অনুযায়ী বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে কানাডা, যেখানে এই হার ৬৩ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে জাপান (৫৬ শতাংশ), আয়ারল্যান্ড (৫৪ শতাংশ) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (৫৩ শতাংশ)। এছাড়া ব্রিটেন , আমেরিকা , অস্ট্রেলিয়া , ফিনল্যান্ড , নরওয়ে ও লুক্সেমবুর্গ-ও শীর্ষ দশে রয়েছে ।বিশেষজ্ঞদের মতে, কানাডার শক্তিশালী কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা এই সাফল্যের মূল কারণ। অন্যদিকে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগ করেছে ।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রজন্মভিত্তিক পরিবর্তন। তরুণদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পন্নের হার প্রবীণদের তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫,৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, যা বয়স্ক প্রজন্মের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। একই প্রবণতা কানাডা ও জাপানেও দেখা যায়। অর্থাৎ, আগামী দশকে এই দেশগুলির শিক্ষার হার আরও বাড়বে ।শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের চাবিকাঠি নয়, এটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি। উচ্চশিক্ষা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়, আয় বৃদ্ধি করে এবং সামগ্রিক জীবনমান উন্নত করে। যেসব দেশে উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার বেশি, সেসব দেশ সাধারণত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে থাকে ।তবে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিস্তৃত হলেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এখনো বড় ব্যবধান রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে কলেজ সম্পন্নের হার অনেক বেশি, অন্যদিকে বহু উন্নয়নশীল দেশে এখনো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের বিস্তার চলছে। কিছু অনুন্নত দেশে মৌলিক বিদ্যালয়শিক্ষাও সীমিত ।সার্বিক তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্নের হারের বিচারে কানাডাকেই বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ বলা যায়। তবে বিশ্ব অর্থনীতি যত বেশি দক্ষতা ও প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে, ততই শিক্ষা ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে।

বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি এসেছে?

এখনই ডায়াল করুন এই নম্বর

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অনেক সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি আসে। আগের মাসের তুলনায় আচমকা অনেক বেশি টাকা দেখ ালে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়। কেউ কেউ ভাবেন, বিল না দিলেই হয়তো সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিল না দেওয়া কোনও সমাধান নয়। এতে উল্টে জরিমানা, লেট ফি বা লাইন কেটে দেওয়ার মতো সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বরং সরকারি নিয়ম মেনে অভিযোগ জানালেই সমস্যার সমাধান মিলতে পারে।বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য সারা দেশে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু রয়েছে। তা হল ১৯১২। এটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে এবং টোল-ফ্রি পরিষেবা দেয়। বিদ্যুৎ না থাকা, মিটার বিকল, ভুল রিডিং বা অস্বাভাবিক বেশি বিল-সব ধরনের সমস্যায় এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করা যায় ।অভিযোগ

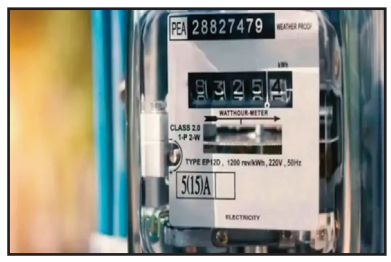

জানানোর আগে গ্রাহকদের কিছু তথ্য প্রস্তুত রাখ তে বলা হয়েছে। যেমন কনজিউমার বা অ্যাকাউন্ট নম্বর, সাম্প্রতিক বিলের কপি, সর্বশেষ মিটার রিডিং এবং সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পর একটি রেফারেন্স নম্বর দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে অভিযোগের অগ্রগতি জানতে এই নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে ।অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা বা ডিসকম (ডিসকম) বিষয়টি খতিয়ে দেখে। প্রয়োজনে পরিদর্শন দল পাঠিয়ে মিটার পরীক্ষা করা হয়। বিলের হিসাব ভুল প্রমাণিত হলে সংশোধন বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয় ।যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে গ্রাহকরা ন্যাশনাল কনজিউমার হেল্পলাইন (এনসিএইচ)-এ অভিযোগ জানাতে পারেন। হেল্পলাইন নম্বর ১৯১৫ অথবা ১৮০০-১১-৪০০০। পরিষেবা পাওয়া যায় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ।বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিলে জরিমানা বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই অতিরিক্ত বিল এলে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানানোই শ্রেয়। কর্তৃপক্ষের মতে, সচেতন থাকুন, নিজের অধিকার জানুন এবং প্রয়োজন হলে সরকারি হেল্পলাইনের সাহায্য নিন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/27/2026 2:13 PM Page 4

চা বাগানের রিং থেকে সংসারের আঙিনা

লড়াই থামেনি গৃহবধূ মৌমিতার

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বক্সিং রিংয়ের সেই ক্ষিপ্রতা এখন ঘরের কাজে, কিন্তু মনের ভেতর লড়াকু জেদটা আজও অমলিন। আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া চা বাগান থেকে উঠে আসা মৌমিতা খাতুন আজ একজন গৃহবধূ। জেলা ও রাজ্য স্তরে বক্সিং, জুডো ও কারাতে মিলিয়ে প্রায় ২৫টি পদক যাঁর ঝুলিতে, সেই লড়াকু মেয়েটি রিং ছেড়ে এখন জীবনের নতুন লড়াইয়ে ব্যস্ত। অভাব ও অবহেলার কারণে খেলাধুলা থমকে গেলেও বর্তমানে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে নিজের নতুন পরিচয় গড়ছেন।শৈশবেই পিতৃহীন মৌমিতার বড় হয়ে ওঠা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। মা চা বাগানে কাজ করে সংসার চালাতেন। সেই প্রতিকূলতার মাঝেই বক্সিংয়ের স্বপ্ন দেখতেন

মৌমিতা। ভাড়ার টাকা না থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছাতেন ক্লাবে। এমনকি নিজের গ্লাভস কেনার টাকা জোগাতে একসময় চা ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজও করেছেন তিনি। ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অসংখ্য প্রতিযোগিতায় সোনা ও রুপা জিতেছেন তিনি। মৌমিতার কথায়, এই পদকগুলো আমার মায়ের ঘাম আর আমার লড়াইয়ের প্রমাণ।জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ এলেও ব্যক্তিগত সমস্যা এবং ২০২৫ সালে সিনিয়র উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ বাতিল হওয়ায় তাঁর খেলোয়াড় জীবনে যবনিকা পড়ে। তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। আজ সংসার সামলানোর পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়ায় নিজেকে তুলে ধরছেন তিনি। তাঁর এই নতুন পথচলায় পাশে আছেন স্বামী। সরকারি চাকরির প্রত্যাশা আজও ছাড়েননি মৌমিতা।

দলীয় কোন্দলে প্রকাশ্যে কাটমানি বিতর্ক

কাঠগড়ায় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি বানারহাট ঃ ব্লকের সাকোয়াঝোরা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাটমানি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর অঞ্চল সভাপতি মানস রঞ্জন ঠাকুরের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই অভিযোগ তুলেছেন দলেরই এক পঞ্চায়েত সঞ্চালক অভিযোগকারী তুষার সাহা, যিনি পঞ্চায়েতের শিল্প ও পরিকাঠামো দপ্তরের সঞ্চালক, দাবি করেছেন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারদের কাছ থেকে দলীয় ফান্ডের নামে দেড় শতাংশ কাটমানি চাওয়া হচ্ছিল। এই চাপের কারণেই তিনি প্রকাশ্যে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান। অভিযোগ প্রসঙ্গে মানস রঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। তিনি জানান,

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ ওঠায় তুষার সাহা, যিনি পঞ্চায়েতের শিল্প ও পরিকাঠামো দপ্তরের সঞ্চালক, সহ বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানকে দলীয়ভাবে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছিল।সেই কারণেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। প্রথমে তিনি সংবাদমাধ্যমের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করলেও পরে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানান, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দলীয় পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কটাক্ষ করে বলেছে, কাটমানি ও তৃণমূল এখন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এতদিন বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলত, আজ সেই অভিযোগ শাসক দলের ভেতর থেকেই উঠছে।এদিকে, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন দলের ব্লক নেতৃত্ব এবং মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এখন দেখার বিষয়, মানস রঞ্জন ঠাকুরের বিরুদ্ধে দল কী পদক্ষেপ নেয় এবং তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে।

ইডেনে বিশ্বকাপের রাতে থাকছে বাড়তি মেট্রো

নয়া জামানা , কলকাতাঃ টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে রবিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই হাইভোল্টেজ ম্যাচকে ঘিরে তিলোত্তমায় উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। তবে দর্শকদের জন্য খুশির খবর শুধু মাঠের লড়াই নয়, বরং যাতায়াতের স্বস্তিও। খেলা শেষে দর্শকদের নির্বিঘ্নে বাড়ি ফেরাতে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। চার-ছক্কার লড়াই শেষে রাত প্রায় সাড়ে ১০টা বেজে যাওয়ার সম্ভাবনা। সাধারণ সময়ে ওই সময় মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলেও, ক্রিকেটপ্রেমীদের কথা

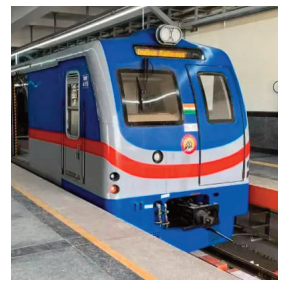

মাথায় রেখে ব্লু লাইনে দুটি অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাত ১১টা ১৫ মিনিটে এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে দুটি মেট্রো ছাড়বে। একটি ট্রেন যাবে দক্ষিণেশ্বরের দিকে এবং অন্যটি শহিদ ক্ষুদিরাম অভিমুখে। মাঝের প্রতিটি স্টেশনে ট্রেনগুলি থামবে এবং টিকিট কাটার সুবিধার্থে এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাউন্টারগুলিও খোলা রাখা হবে।রবিবারের এই লড়াই কার্যত নক-আউটের সমান। দুই দলের কাছেই এটি সেমিফাইনালে ওঠার মরণ-বাঁচন লড়াই। গত বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে ভারতীয় দল সেমির দৌড়ে অক্সিজেন পেয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে ব্যাকফুটে থাকা ক্যারিবিয়ানদের কাছে এটি ঘুরে দাঁড়ানোর অন্তিম সুযোগ। ফলে ইডেনের গ্যালারি যে কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।আইপিএলের সময় ইডেনে গভীর রাত পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া গেলেও, আন্তর্জাতিক টি-২০ বিশ্বকাপ ম্যাচে এমন ব্যবস্থা দর্শকদের বড় স্বস্তি দিচ্ছে।

জরাজীর্ণ বাঁশের সাঁকোয় নাভিশ্বাস

কালভার্টের আশ্বাস জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির

নয়া জামানা,আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/২৯ নম্বর বুথের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বেশ কয়েকটি বাঁশের সাঁকো দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে সেই খবর পৌঁছে যায় মনোরঞ্জন দে-র কাছে, যিনি আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ-এর সহকারী সভাধিপতি। খবর পাওয়া মাত্রই তিনি সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে যান। ১২/২৯ নম্বর বুথে পৌঁছে স্থানীয় মানুষজন তাঁর কাছে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতায়াতের সমস্যা। এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিদিন চলাচলের জন্য ভগ্নপ্রায় বাঁশের সাঁকোর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সাঁকোগুলির অবস্থা এতটাই খারাপ যে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সমস্ত অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনার পর মনোরঞ্জন দে আশ্বাস দেন যে শীঘ্রই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী কালভার্ট নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে যদি কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তাহলে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন, যে কোন গদ্য,গল্প, প্রবন্ধ-১০০০ ,অনুগল্প-২৫০ শব্দ

লেখা পাঠান
৯০০২৯৮৯১৩২
মেল nayajamanaofficial@gmail.com

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/27/2026 2:13 PM Page 5

আস্থার আরেক নাম সোনা পাল

দিলীপ তালুকদার ।। নয়া জামানা।। দক্ষিণ দিনাজপুর

রাজনীতি শব্দটি অনেক সময় ক্ষমতা, পদ আর প্রভাবের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের জীবনের অভিধানে রাজনীতি মানে একটাই-মানুষ। তাঁদের কাছে ভোট নয়, মুখ্য হলো বিশ্বাস, পদ নয়, বড় হলো দায়িত্ব। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরের সেই রকমই এক 'ঘরের ছেলে' সুভাষিস পাল যাঁকে স্থানীয় মানুষ আদর করে ডাকেন 'সোনা' নামে।উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতিতে তাঁর নাম উচ্চারণ হলেই ভেসে ওঠে মাটির গন্ধ, সংগ্রামের ইতিহাস আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছাশক্তি। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের গুরুদায়িত্ব-প্রতিটি ধাপে নিজের কর্মদক্ষতা, সততা ও দায়বদ্ধতার ছাপ রেখেছেন তিনি।তাই তিনি কেবল একজন নেতা নন বরং এক আস্থার প্রতীক।

শিকড়ের টানেই রাজনীতির শুরু

হরিরামপুরের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম সুভাষিসের। ছোটবেলা থেকেই সংসারের বাস্তবতা,গ্রামের মানুষদের অভাব-অভিযোগ, কৃষকের কষ্ট-সব কিছু খুব কাছ থেকে দেখেছেন।এই দেখাই তাঁর ভিত গড়ে দিয়েছে।স্থানীয় স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভর্তি হন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এ। কলেজ জীবনে পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজের নানা কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। বইয়ের পাতার বাইরে বাস্তব জীবনের শিক্ষা তাঁকে টেনেছে বেশি।রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয় পারিবারিক পরিবেশ থেকেই। বাবা ভূপেন্দ্র নারায়ণ পালের সামাজিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছোটবেলার সুভাষিসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের মানসিকতা তিনি বাবার মধ্যে দেখেছেন সেটাই হয়ে ওঠে তাঁর অনুপ্রেরণা।

ছাত্রজীবনের হাতেখড়ি

১৯৮৬ সালে ছাত্র সংগঠনের হাত ধরে তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ। তখন থেকেই নেতৃত্বগুণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বিতর্কসভা, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন-সব জায়গায় তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে।১৯৮৮ সালে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা প্রিয় রঞ্জন দাশমুন্সী-র সান্নিধ্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বড় প্রভাব ফেলে। দাশমুন্সীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও জনসংযোগের কৌশল কাছ থেকে দেখে শিখেছিলেন সুভাষিস।কলেজে পড়ার সময় বালুরঘাট কলেজ-এ সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তিনি হয়ে ওঠেন পরিচিত মুখ। তাঁর স্পষ্ট কথা বলার ভঙ্গি ও সংগঠনের দক্ষতা দ্রুতই তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে।

গ্রামবাংলার মাটিতে প্রথম দায়িত্ব

শিক্ষাজীবন শেষ হতেই তিনি সরাসরি গ্রামীণ রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২০০৩ সাল থেকে হরিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।

গ্রামের রাস্তা ভাঙা, পানীয় জলের সমস্যা, স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব-এসব নিয়ে মানুষ বছরের পর বছর অভিযোগ করছিলেন। সুভাষিস সেই সমস্যাগুলোকে নিজের দায়িত্ব হিসেবে নেন।প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে, পরিকল্পনা এনে, সরকারি প্রকল্প কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে বদলে ফেলতে শুরু করেন হরিরামপুরের চেহারা। অনেকেই বলেন, এই সময় থেকেই তিনি 'নেতা' নয়, 'আপনজন' হয়ে ওঠেন।

শিক্ষার প্রসারে এক নিরলস কর্মী

২০০৮ থেকে ২০১৩-এই সময়টা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্র হাই স্কুল ও কোলন আদর্শ হাই স্কুলের পরিচালন সমিতিতে দায়িত্ব নিয়ে স্কুলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।স্কুলে বেঞ্চ-ডেস্ক, শৌচাগার, লাইব্রেরি, বিদ্যুৎ সংযোগ-ছোট ছোট কাজগুলোই বড় পরিবর্তন আনে।পরে জেলা লাইব্রেরির সদস্য ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন।তাঁর বিশ্বাস,শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব।তাই রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষাকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

জেলা পরিষদে উজ্জ্বল অধ্যায়

২০১৩ সালে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পান। এই পদে থেকেই তিনি প্রকৃত অর্থে নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, সেতু নির্মাণ, পানীয় জলের প্রকল্প, স্কুল ভবন-একাধিক কাজে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা আনার জন্য তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা-র বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর কাজের ছাপ স্পষ্ট। মানুষ বলেন,ফাইল আটকে থাকে না, কাজ হয়।এই বিশ্বাসই তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে অন্যদের থেকে।

সমবায়ে কৃষকদের পাশে

২০১৯ থেকে ২০২৩-হরিরামপুর সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি কৃষকদের স্বার্থে নানা উদ্যোগ নেন।সার, বীজ, ঋণ, ফসলের ন্যায্য দাম-এসব বিষয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি প্রকৃত অর্থে 'মাটির নেতা' হয়ে ওঠেন।গ্রামের কৃষকরা বলেন, সমস্যা হলে সরাসরি সোনাদার কাছে যাই। উনি ফিরিয়ে দেন না। এই আস্থা অর্জন করাই তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য।

রাজনৈতিক মোড়বদল

রাজনীতির পথ কখনও সরল হয় না। সুভাষিসের জীবনেও এসেছে একাধিক মোড়। দীর্ঘদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার পর তিনি ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস-এ যোগ দেন।দলের সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হাত ধরে ফের সক্রিয়ভাবে সংগঠনে দায়িত্ব পান। জেলা পরিষদ ও পৌরসভা পুনরুদ্ধারে তাঁর নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল।তবে দলবদল, মতপার্থক্য, বহিষ্কার-সবই এসেছে জীবনে। কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগত আক্রোশকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর কাছে রাজনীতি মানে মানুষের কাজ, দল নয়।

পুরনো ঘরে ফেরা

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে ২০২৪ সালে তিনি আবার নিজের পুরনো রাজনৈতিক ঘর কংগ্রেসে ফিরে আসেন। তাঁর কথায়, যেখানে মানুষের জন্য কাজ করা যায়, সেখানেই আমার জায়গা।২০২৬ সালের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেন পথচলা। অনেকেই এটাকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় বলেন।

মানুষটাই আসল পরিচয়

সুভাষিসের জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সহজতা। পদমর্যাদা বা প্রভাব তাঁর আচরণে কখনও ফুটে ওঠেনি।বাজারে গেলে এখনও সাধারণ মানুষের মতো আড্ডা দেন কারও অসুখ হলে হাসপাতালে ছুটে যান কোনও ছাত্রের পড়াশোনার সমস্যা হলে সাহায্যের হাত বাড়ান।তাই হরিরামপুরে তাঁর পরিচয় 'নেতা' নয়-'দাদা'।তিনি নিজেই বলেন,মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যতদিন বাঁচব, মানুষের পাশে থাকব।

এক লড়াকু পথিকের গল্প

সুভাষিস পালের জীবন আসলে সংগ্রামের গল্প। ছাত্রজীবনের আন্দোলন, গ্রামীণ রাজনীতির কঠিন বাস্তবতা, দলবদলের ঝড়, প্রশাসনিক চাপ-সব কিছুর মাঝেও তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং প্রতিটি বাধাই তাঁকে আরও শক্ত করেছে।তাঁর জীবনের শিক্ষা একটাই-মাটি থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব কখনও মাটি ভুলে যায় না।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

আজও তাঁর স্বপ্ন-হরিরামপুরকে আরও উন্নত করা। ভালো রাস্তা, ভালো স্কুল, উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কর্মসংস্থান-এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি কাজ করছেন।তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতিতে স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা দেন। তিনি মনে করেন, রাজনীতি যদি মানুষের কল্যাণে না আসে তবে তার কোনও মূল্য নেই।সুভাষিস পাল কোনও চমকপ্রদ রাজনৈতিক চরিত্র নন। তিনি ধীরে স্থিরভাবে কাজ করা এক কর্মী। তাঁর সাফল্য প্রচারে নয় মানুষের মুখের হাসিতে।ক্ষমতার আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। কিন্তু মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়া খুব কঠিন। সেই কঠিন কাজটাই তিনি করে দেখিয়েছেন।হরিরামপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন-সত্যিকারের নেতা জন্মান জনগণের ভরসা থেকে পদ থেকে নয়।তাই আজও যখন গ্রামের পথে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় মানুষ বলেন-ও আমাদেরই ছেলেখ আমাদের সোনাখ আমাদের ভরসা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।